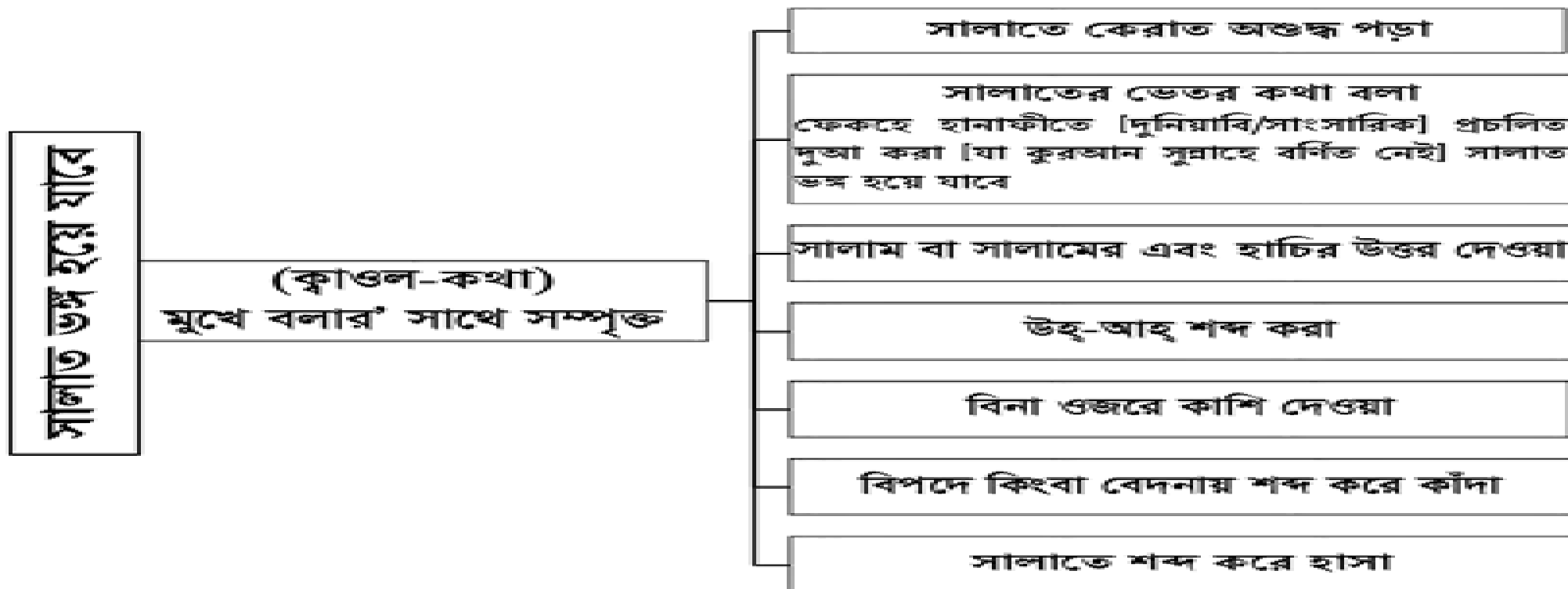


সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ

কথা সংক্রান্ত

সালাতের ভেতর কথা বলা। সালাতে এমন কোনো শব্দ করা যা সাধারণ কথার অন্তর্ভুক্ত (হোক সেটা এক অক্ষর বা দুই অক্ষরে ঘটিত) ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়; অর্থবোধক হোক বা অর্থহীন- সালাত ভেঙে যাবে।



□ সালাতে অশুদ্ধ পড়া।

সালাতের ভেতর কিরাতে যদি এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে যায়, তাহলে সালাত ভেঙে যাবে, আবার তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৬৩৩-৬৩৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৮০

□ সালাতের ভেতর কথা বলা।

যদি ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ .
 “আমাদের কেউ সালাত আদায় অবস্থায়ই তার পাশের ব্যক্তির সাথে কথা বলতো। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়
 “তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে (সালাত) দাঁড়াও” (সূরা আল-বাক্বারাহ ২৩৮) এ আয়াতে আমাদেরকে সালাত চুপ থাকতে আদেশ দেয়া হয় এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়।” বুখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ ৭৪৭

❑ দুনিয়াবী কথা বলা।

দুনিয়াবি দুআ করা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাত ভঙ্গের কারণ, অনুরূপভাবে সুসংবাদ বা দুঃসংবাদে উত্তর দেওয়া। দুনিয়াবি কথার অন্তর্ভুক্ত। তাই এক্ষেত্রেও সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। শামী ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৩ মুআবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস সুলামি (রা.) নওমুসলিম অবস্থায় সালাতে কথা বললে রাসুল (সা.) সালাতের পর তাঁকে বলেন,

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن-

“সালাতের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয়। বরং প্রয়োজনবশত তাসবিহ, তাকবির বা কোরআন পাঠ করতে হবে।” মুসলিম, হাদিস : 1/537

□ কোনো লোককে সালাম দেওয়া।

সালাতরত অবস্থায় কোনো লোককে সালাম দিলে সালাত ভেঙে যায়।

كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَّثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلٌّ وَعَزٌّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ". فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

“আমরা সালাতের অবস্থায়ই সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কথাবার্তাও বলতাম। পরবর্তীতে আমি হাবশা থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে সালাতের অবস্থায় সালাম করলে তিনি এর জবাব দিলেন না। ফলশ্রুতিতে আমার মনে নতুন ও পুরাতন বহু চিন্তার উদ্ভব হলো। অতঃপর সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ “মহান আল্লাহ্ যখন ইচ্ছে নতুন নির্দেশ প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্র নতুন নির্দেশ হচ্ছে, সালাতের অবস্থায় কথা বলা যাবে না।” অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দেনা।” সহীহ আবু দাউদ 924

□ সালামের উত্তর দেওয়া।

সালাতরত অবস্থায় কারো সালামের উত্তর দেওয়া সালাত ভঙ্গকারী কাজ। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠিয়েছেন, আমি গেলাম ও কাজটি সেরে ফিরে এলাম। অতঃপর নবী করিম (সা.) কে সালাম করলাম। তিনি জবাব দেননি। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল, যা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে মহানবী (সা.) আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জবাব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথমবারের চেয়েও অধিক খটকা লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জবাব দিলেন ও বললেন,

إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي

সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের জবাব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিবলা থেকে অন্য মুখে ছিলেন। বুখারি, ১২১৭

❑ উহ্-আহ্ শব্দ করা। সালাতরত অবস্থায় কোনো ব্যাথা কিংবা দুঃখের কারণে উহ্-আহ্ শব্দ করলে সালাত ভেঙে যাবে। আদুররুল মুখতার ১/৬১৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪

❑ বিনা ওজরে কাশি দেওয়া। অপ্রয়োজনে কাশি দেওয়ার দ্বারাও সালাত ভেঙে যায়। ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৬১৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৫

❑ বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা। দুনিয়াবি কোনো বিপদ-আপদ কিংবা দুঃখের কারণে শব্দ করে কাঁদলে সালাত ভেঙে যায়।

মুত্তাররিফ (রহঃ) হতে তার পিতার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

“আমি দেখেছি রাসুলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করছিলেন এবং সে সময় তাঁর বুক থেকে যাঁতা পেশার আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল।” আবু দাউদ ৯০৪

বি.দ্র- জাহান্নামের ভয়ে ক্রন্দন করলে সালাত ভঙ্গ হবে না।

❑ ফিকহে হানাফী অনুসারে; সালাতে শব্দ করে হাসা। সালাতে শব্দ করে অট্টহাসি দিলে ওজুসহ নামাজ ভেঙে যায়। কানযুদাকায়েক ১/১৪০

কাজ সংক্রান্ত

- সালাতে খাওয়া ও পান করা। সালাতরত অবস্থায় কিছু খেলে বা পান করলে সালাত ভেঙে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা [ছোলা বুটের সমপরিমাণ হলে] খাবার সালাতরত অবস্থায় খেলেও সালাত ভেঙে যাবে। মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮
- মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) লওয়া। যেমন ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে সালাতের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২২, ফাতাওয়ায়ে আলগীরী ১/৯৮
- সালাতে কোরআন শরিফ দেখে পড়া। সালাতরত অবস্থায় কোরআন শরিফ দেখে দেখে পড়লে সালাত ভেঙে যায়। তবে অন্যান্য ফুকাহারা এ মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। মারাকিল ফালাহ ১/১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬

- তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা। নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার সালাত হবে না। তাই যদি কোনো ব্যক্তির গেঞ্জি, শার্ট বা প্যান্ট নাভির নিচ থেকে রুকু সিজদার সময় সরে গিয়ে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় এভাবে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার সালাত ভেঙে যাবে। ফাতওয়ায়ে শামী ১/২৭৩, মুগনিল মুহতাজ ১/১৮৮

সালাতে নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে সালাত ভেঙে যাবে। আয়শা রা. বর্ণনা করেছেন; মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

“কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ওড়না ছাড়া সালাত আদায় করলে আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না।” আবু দাউদ: ৬৪১, তিরমিজি: ৩৭৭, ইবনে মাজাহ: ৬৫৫

- আমলে কাসির করা। ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে- বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে ওই ব্যক্তি সালাতরত নয়। ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে ১/২৪১

- ❑ নাপাক জায়গায় সিজদা করা। সালাতের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। অর্থাৎ সালাত পড়ার সময় নামাজি ব্যক্তির শরীর যেসব জায়গা স্পর্শ করে, সে জায়গাগুলো পবিত্র হওয়া, যা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাই নাপাক বা অপবিত্র জায়গায় সিজদা করলে সালাত ভেঙে যাবে। বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭,
- ❑ কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া। কোনো কারণে কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে গেলে সালাত ভেঙে যায়। তবে যানবাহনে সালাতের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮
- ❑ ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো। মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে সালাত ভেঙে যাবে। তবে যদি (দুজনের জামাতে সালাতের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায়, কিন্তু তিনি লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে তাঁর সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি ১/৪৩

প্রসিদ্ধ এই কারণগুলি ছাড়াও সালাত ভঙ্গ হওয়ার আরো অনেক কারণ আছে। যেমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ইমামের আগে কোনো রোকন আদায় করে ফেলা, ইচ্ছাকৃত ওজু ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা, পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সালাত ভঙ্গের কারণ।

